ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN: 2582 - 0427 (Online)
Vol. 3, No. 1
March, 2021
http://www.ensembledrms.in

Article Type: Research Article
Article Ref. No.: 21022700524SF
https://doi.org/10.37948/ensemble-2021-0301-a033

‘শুকতারা’ পত্রিকা ও বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য
(‘SUKTARA’ PATRIKA O BANGLA SISHU-KISHORE SAHITYA)

Shubhankar Ghorui[1]✉

সারসংক্ষেপ:

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। একটা সময় বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য নীতিকথা, হাস্যকৌতুক, জীবজন্তু ও রূপকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই সবের বাইরে বেরিয়ে এসে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, গোয়েন্দা, কল্পবিজ্ঞান ও কমিক্স খুব সহজেই জায়গা করে নেয়। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা খুব সহজেই আমরা দেখতে পাই ‘শুকতারা’ পত্রিকার ওপর নজর রাখলে। কারণ স্বাধীনতার ঠিক পরেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে এই পত্রিকা। পত্রিকাটির যেহেতু ৭৪-টি বর্ষ অতিক্রান্ত তাই এই দীর্ঘ সময়ের ওপর নজর রাখলে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য ও তার ক্রমবিবর্তনের ধারাটি খুব সহজেই আমাদের নজরে আসে। এর পাশাপাশি ‘শুকতারা’র সাহিত্য সম্ভারকে ঐতিহাসিক পদ্ধতির ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সমসাময়িক ছোটদের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই পত্রিকার ভূমিকা কতটুকু তা আমরা মূল প্রবন্ধে খোঁজবার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ: বাংলা শিশুসাহিত্য, ছোটদের পত্র-পত্রিকা, শিশু-কিশোর সাহিত্যে পত্র-পত্রিকা

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিকাশে পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ছোটদের জন্য পত্র-পত্রিকার সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর লগ্ন থেকেই। যদিও বাংলায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা ‘দিগদর্শন’কে (১৮১৮) পুরোপুরি ছোটদের পত্রিকা বলা যায় না, তবুও এই পত্রিকায় কিছুকিছু ছোটদের জন্য লেখা স্থান পেত। তবে এখানে ছোটদের জন্য যে সমস্ত লেখা ছাপা হত তা ছিল মূলত তথ্যকেন্দ্রিক ও জ্ঞানমূলক, যেমন — ‘চুম্বক পাথর সম্বন্ধে বর্ণনা’, ‘চীন দেশের মহাপ্রাচীর’, ‘হিন্দুস্থানের ইতিহাস’ প্রভৃতি। অর্থাৎ এখানে ছোটদের জন্য লেখা প্রকাশিত হলেও পত্র-পত্রিকার হাত ধরে শিশু-কিশোর সাহিত্যের সূচনা কিন্তু এই সময় থেকে হয়ে ওঠেনি। এরপর ছোটদের জন্য আরও কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে — ‘পশ্বাবলী’ (১৮২২), ‘জ্ঞানোদয়’ (১৮৩১), ‘বিদ্যাদর্পণ’ (১৮৫৩) প্রভৃতি। ‘পশ্বাবলী’ ছিল জীবজন্তু বিষয়ক ছোটদের পত্রিকা। ‘জ্ঞানোদয়’ ও ‘বিদ্যাদর্পণ’-এ প্রকাশ পেত নীতিকথা, ইতিহাস ও ছোটছোট কবিতা। এর কিছু পরে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ভার্নাকুলার এডুকেশান সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত হল ‘সত্যপ্রদীপ’। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ভূমিকাংশে সরাসরি উল্লেখ করা হল —

> “হে প্রিয় বালক ও বালিকাগণ; তোমাদের নিমিত্তেই এই পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে।...তোমরা যেন বুঝিতে পার এই জন্যে সরল বাক্য প্রয়োগ করিব ও মনোরম্য পাঠে ইহা পরিপূরিত থাকিবে।”[১]

অর্থাৎ এখানে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই পত্রিকাটির Target Reader হল ছোটরা। ‘সত্যপ্রদীপ’ ছোটদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার কারণে পত্রিকাটি অবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ বছর প্রকাশিত হয়েছিল। তবুও দেখা যায় এই পত্রিকায় সাহিত্য গুণসম্পন্ন লেখা প্রায় ছিল না বললেই চলে, বরং এই পত্রিকার একটি সুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার লাভ। যেমন, ‘যীশুর কার্য্য’, ‘প্যালেষ্টাইন্’ ‘শিশুগণের প্রতি খ্রীষ্টের প্রেম’ প্রভৃতি লেখাগুলিই তার উদাহরণ। বলাবাহুল্য, এই ‘সত্যপ্রদীপ’ পত্রিকার সমসময়ে ছোটদের জন্য

1 [Author] ✉ [Corresponding Author] Ph.D. Scholar, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah, 711202, West Bengal, INDIA. E-mail: shubhankarghorui@gmail.com

© 2021 Ensemble; The authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩), 'অবোধ বন্ধু' (১৮৬৬), 'বিশ্বদর্পণ' (১৮৭২), 'বালকবন্ধু' (১৮৭২), 'বালক হিতৈষী' (১৮৮১), 'আর্য্যকাহিনি' (১৮৮১) ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়নি।

এরপর প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল 'সখা' পত্রিকা। এই পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'মাছি', 'ধূমপান', 'মাকড়সা', 'কেনারাম ও বেচারাম', 'শেয়ালের গল্প' প্রভৃতি ছাড়াও আরও অনেক গল্প-কবিতা-ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলায় ছোটদের জন্য মূল যে সাহিত্যকর্মের সূচনা, তা শুরু হল 'সখা'র মধ্য দিয়েই। কিন্তু সাহিত্য গুণসম্পন্ন রচনার সূচনা হলেও ছোটদের গল্প মানেই নীতিকথা, কৌতুক, জীবজন্তু ও রূপকথা — এই ধারণার বাইরে 'সখা' বেরিয়ে আসতে পারেনি, বলা ভালো বেরিয়ে আসতে চায়নি। কেন বেরিয়ে আসতে চায়নি সেটি স্পষ্ট করেই 'সখা'র প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় জানিয়ে দেওয়া হয় —

"সখা, পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে।"[২]

অর্থাৎ নীতিকথা ও উপদেশের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করাই ছিল 'সখা'র উদ্দেশ্য। এর কিছু পরে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'মুকুল'। এই পত্রিকার জন্যও কলম ধরেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মত ব্যক্তিত্ব। তবে এই সময়ে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য নীতিকথা, কৌতুক, জীবজন্তু, পশুপাখি ও রূপকথার বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ভাববার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই দেখায়নি।

এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সন্দেশ' (১৯১৩)। পত্রিকাটি ছোটদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। 'সন্দেশে'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কালিদাস রায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ। তবে 'সন্দেশ' অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়নি, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'সন্দেশ' সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে 'সন্দেশ' পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করলেও ১৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আবার বন্ধ হয়ে যায়।

'সন্দেশ' ছাড়াও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিংশ শতাব্দীতে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা ছোটদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, এর মধ্যে আছে — সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'মৌচাক' (১৯২০), প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও চারুচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় 'রংমশাল' (১৯২০), নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পার্ব্বনী' (১৯১৮), প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় 'রংমশাল' (১৯৩৭) প্রভৃতি।

লক্ষণীয় বিষয় এই সময় থেকে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য ধীরে ধীরে অন্য দিকে বাঁক নিতে শুরু করল। এই বাঁক বদলের মূল কাণ্ডারী ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'মৌচাক'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'যকের ধন'। এই উপন্যাসের বিমল ও কুমার চরিত্রদ্বয় হয়ে উঠল জনপ্রিয়। এছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়' (আষাঢ় ১৩৪২) ও 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (পৌষ ১৩৪৪) 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য নীতিকথা, কৌতুক, রূপকথা ইত্যাদি বিষয়ের বাইরে গিয়ে শিশু-কিশোর মনে জাগিয়ে তুলল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে এই বাঁক বদলের পর থেকে নীতিকথা, কৌতুক, রূপকথা ইত্যাদি আখ্যানের পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার, ভৌতিক, অলৌকিক, গোয়েন্দা, কল্পবিজ্ঞান -- এই সমস্ত ধারার আখ্যান পত্র-পত্রিকায় প্রাধান্য পেতে লাগল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেব সাহিত্য কুটীর প্রতি বছর একটি করে ছোটদের জন্য পুজোবার্ষিকী প্রকাশ করতে থাকে। সেই সমস্ত পুজোবার্ষিকীর সূচিপত্রের দিকে নজর রাখলে রূপকথা, নীতিকথা গল্পের পাশাপাশি ভৌতিক, রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পগুলির আধিক্য ছিল চোখে পড়ার মত।

বাংলার শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই পরিবর্তনের ধারা স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটদের পত্র-পত্রিকাতে খুব বেশি মাত্রায় দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তখন কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতার

পরেই দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা -- এই সবকিছুরই প্রভাব যেমন পড়েছিল বৃহৎ বৃত্তের সাহিত্যে; তার পাশাপাশি শিশু-কিশোর সাহিত্যেও এর প্রভাব যথেষ্ট লক্ষ করা গিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটদের পত্র-পত্রিকার পাতায় নজর রাখলে এর বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। হিপোলাইত তেইন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতির (Historical Criticism) কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে সাহিত্যকে বিচার করতে হবে দেশ, কাল ও জাতির (Race, Milieu, Moment) সঙ্গে মিলিয়ে। আমাদের আলোচ্য 'শুকতারা' পত্রিকার একাধিক গল্পকে এই তত্ত্ব দিয়ে আলোচনা করতে পারি। যেমন 'শুকতারা'র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা 'সেবক' গল্পটি। তখন সদ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের লড়াই শেষ হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্পতেই উঠে এল ভয়াবহ যুদ্ধের প্রসঙ্গ। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পত্রিকার Target Reader হল ছোটরা। তাই যুদ্ধের ভয়াবহতার পাশাপাশি ডাক্তার চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখানো হল মানবতা ও কর্তব্যবোধ। যুদ্ধ নিয়ে গল্প 'শুকতারা'র পরবর্তী অনেক সংখ্যাতেই দেখা গেছে; গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'সত্যিকারের গল্প', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'শকুনী-দেবতা' (আষাঢ়, ১৩৬৪) ইত্যাদি গল্পগুলি তার উদাহরণ। যুদ্ধ ছাড়াও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বাঁশুলির দেউলে' গল্পে পাই অগাস্ট আন্দোলনের বর্ণনা —

> "১৯৪২ সাল। রক্তে রাঙা হয়ে গেল রাজপথ, গুলি চলল পাড়া গাঁয়ের বাঁশ বাগানে। ইংরেজ পুলিশ খানাতল্লাশী চালাতে এসে ছেলেদের পিটিয়ে লাশ করল, মেয়েদের করল অসম্মান"।[৩]

এছাড়াও '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আসে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দরিদ্র-নারায়ণ' গল্পে। এই গল্পে ছোট্ট রেবার দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হয়েছে পুরো পরিস্থিতিটিকে। সেই জন্য এখানে দুর্ভিক্ষের নৃশংসতা নয়, বরং ছোট্ট রেবাই উপলব্ধি করে — 'জীবে প্রেম করে যেই জন/ সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। তাই গল্পের শেষে ছোট্ট রেবার মনে বিশ্বাস জন্মায় — 'যারা গরীব, যারা খেতে পায় না, তারাই ভগবান'।[৪] আবার ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে নীহাররঞ্জন গুপ্ত লেখেন 'ভয়'। এখানে একটি বেড়ালের মতোই একটি পরিবারেরও বাসস্থান সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। এইভাবে 'শুকতারা'র অনেক গল্প, কবিতা ও উপন্যাসকেই ঐতিহাসিক পদ্ধতির দ্বারা বিচার করা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে এই ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছোটদের জন্য গল্প লেখার যে চলটা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল 'শুকতারা'র হাত ধরে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে তা প্রভূত পরিমাণে বিস্তার লাভ করে।

এইবার 'শুকতারা' পত্রিকার অবির্ভাব সম্পর্কে একটু আলোচনা প্রয়োজন। সালটা ১৯৪৮। তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। জনপ্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। বাংলায় তখন যে কটি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মধ্যে 'মৌচাক' ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। ঠিক এই সময়েই তৎকালীন বড় পাবলিশিং হাউস দেব সাহিত্য কুটীর থেকে মধুসূদন মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল বাংলার শিশু-কিশোরদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা —'শুকতারা'; যা আজও সগৌরবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে প্রথম সংখ্যার 'আমাদের কথা'য় লেখা হয় —

> "বাংলার ছেলেমেয়েরা—একখানি মাসিকপত্র বারকরবার জন্য তোমরা আমাদের কাছে অনুরোধ করে আসছিলে অনেকদিন যাবৎ; কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তোমাদের সে অনুরোধ রাখতে পারিনি এতদিন। দেশ এখন স্বাধীন—বিদেশি শাসনের অবসান হয়ে গেছে, এমনই শুভ সময়ে তোমাদের সেই অনুরোধ আমাদের মনের কোণে আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে! কাজেই এই "শুকতারা"র উদয়।"[৫]

'শুকতারা'র প্রথম সংখ্যার সূচিপত্রের দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায় ছোটদের পত্র-পত্রিকা তথা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এটি একটি অভিনব সংযোজন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ'-এ ঘটছে বিমল-কুমার ও জয়ন্ত-মানিক চরিত্রের একত্র আবির্ভাব। উপন্যাসটির পদে পদে অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য, কল্প-বিজ্ঞান এই সমস্ত কিছুই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এসেছে বিদেশি ঔপন্যাসিক H.G. Wells-এর লেখা 'The Island of Dr. Moreau' বইটির প্রসঙ্গ। বলা বাহুল্য, ওয়েলস-এর লেখা এই বইটির তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে পুরো উপন্যাসটি।

এছাড়াও 'শুকতারা'র প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা 'পুব-আকাশের দুয়ার খোলে কে?' এবং সুনির্ম্মল বসু ('লঙ্কা দহন'), প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ('আবাহন'), কালিদাস রায় ('শুকতারা'), ও গৌরি দেবীর লেখা ('গাহ ভারতের জয়') কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বিদেশি কাহিনিকে নিয়ে গল্পকথা 'সাধনায় পাষাণ কথা কয়', জীবজন্তু বিষয়ক রচনা 'ওরা কেমন করে বাঁচে?', স্বাস্থ্য চর্চা বিষয়ক নিবন্ধ 'ভিড় করো না কেউ' ও সদ্য প্রয়াত মহাত্মা গান্ধীকে নিয়েও একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার এই সূচিপত্রই প্রমাণ করে দেয় ছোটদের পত্র-পত্রিকার জগতে 'শুকতারা' ছিল পুরোপুরি স্বতন্ত্র, ছিল নতুনের সম্ভবনা। কারণ বিদেশি সাহিত্য বা লোককথাকে আত্তিকরণ এবং বর্তমান সমাজ ও পরিস্থিতিকে ছোটদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা এর আগে কোনো ছোটদের পত্রিকায় বিশেষভাবে দেখা যায়নি। আর তাই 'শুকতারা'র প্রথম সংখ্যার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটিতে পাই নতুনেরই সন্ধান —

"কাজেই 'শুকতারা' বলতে কেবল ভোরের তারাকেই বুঝায়—সে যেন ভোরের আলোর অগ্রদূত।"[৬]

'শুকতারা' বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে সত্যিই যে ভোরের আলোর অগ্রদূত সেটি আরও কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো যায়। এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যায় বিদেশি সাহিত্যের সরাসরি অনুবাদ এবং বঙ্গীকৃত রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল জোর কদমে। হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সুধীন্দ্রনাথ রাহা ছিলেন এই কাজের মুখ্য পথিকৃৎ। আসলে বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও ছিল এই পত্রিকার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত বিদেশি উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে ; যেমন, হ্যারিয়েট বিচার স্টো-এর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'Uncle Tom's Cabin' অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ 'টমকাকার কুটির' (আশ্বিন, ১৩৫৯) ও আগাথা ক্রিস্টির লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'And Then There Were None' অবলম্বনে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'হারাধনের দ্বীপ' (ফাল্গুন, ১৩৫৮) প্রভৃতি হল তার উদাহরণ। 'হারাধনের দ্বীপ' উপন্যাসটি বিদেশি উপন্যাসের বঙ্গীয় রূপ। কারণ এই উপন্যাসের কাহিনি আগাথা ক্রিস্টির হলেও চরিত্রের নামগুলি বাঙালি ঘরানার। এগুলিও এক ধরনের পুনর্নির্মাণ। এছাড়াও, Arthur Conan Doyle-এর 'The Brown Hand' গল্প অবলম্বনে কলকাতা ও হুগলী জেলার প্রেক্ষাপটে অমিতাভ ভট্টাচার্য্য লেখেন 'কাটা হাতের লোভে' (বৈশাখ, ১৩৬১)। আবার, August Dertich লিখিত 'The Sheraton Mirror'-এর বঙ্গীয় রূপ দিয়ে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লেখেন 'আয়নার কুহক' (শ্রাবণ, ১৩৫৯) প্রভৃতি। আর শুধু প্লট নয় বিদেশি চরিত্রের নামেরও অনুকরণ দেখা গিয়েছে কোনো কোনো গল্পে। যেমন নারায়ণ সান্যালের লেখা 'সার্লক হেব' গল্পটিতে গোয়েন্দা হেব'র পরিচয় করাতে গিয়ে তিনি বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা সার্লক হোমসের নামটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও, 'শুকতারা' পত্রিকার ১৩৭৮-এর পৌষ সংখ্যায় আত্মপ্রকাশ ঘটে ষষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'-র কাহিনিগুলোর মধ্যে মৌলিকত্ব থাকেলও এই পাঁচ খুদে গোয়েন্দা (বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু) ও একটি কুকুরের (পঞ্চু) জুটির সঙ্গে বিদেশি শিশু-কিশোর সাহিত্যিক Enid Blyton-এর সৃষ্ট একটি কুকুর (Timothy) ও পাঁচ রহস্য সন্ধানী জুটির (Julian, Dick, Georgina, George, Anne) বহুলাংশে মিল পাওয়া যায়। বাংলায় বিদেশি সাহিত্যের ও চরিত্রের এই ধরনের অনুকরণ ও অনুসরণ 'শুকতারা'র পূর্বে অন্য কোনো ছোটদের পত্র-পত্রিকায় বিশেষ লক্ষ করা যায় না।

শুধু বিদেশি সাহিত্যই নয় সংস্কৃত সাহিত্যও ছোটদের কাছে পরিবেশিত হয় এই পত্রিকায়। যেমন, কবিবর সমীশ্বরের (আর্য ক্ষেমীশ্বর) লেখা সংস্কৃত নাটক 'চণ্ডকৌশিকম্' অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'চণ্ড কৌশিক' (ফাল্গুন ১৩৬১), আবার ভাসের নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' অবলম্বনে অনুপমা দেবী লেখেন 'স্বপ্নবাসবদত্তা' (কার্তিক, ১৩৬৩) । শুধু তাই নয়, আচার্য্য দণ্ডীর নামেই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'দশকুমারচরিতম্'-এর (ফাল্গুন ১৩৬৩) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। আসলে বিদেশি সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গেও ছোটদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও ছিল এই পত্রিকার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

এছাড়াও, 'শুকতারা'য় সত্যিকারের দেশীয় উপকরণ নিয়ে মধুসূদন মজুমদার লিখতেন 'অমর বীরকাহিনী' আখ্যান। এর মধ্যে কয়েকটি হল, 'জাঠরাজা সুরাজমল', 'শকারি সাতকর্ণি', 'হরি সিং নালোয়া' প্রভৃতি। আসলে এই পত্রিকাটি সদ্য স্বাধীনতার পরেই প্রকাশিত হচ্ছে। পরাধীনতার যন্ত্রণা তখনও মুছে যায়নি দেশবাসীর মধ্য থেকে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামী কিংবা ভারতীয় বীরদের বীরগাথা শিশু-কিশোরদের কাছে গল্পচ্ছলে পরিবেশন করে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলাও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই পত্রিকার। আর তাই 'শুকতারা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার ভারত' আখ্যান ও 'বুড়ি বালামের তীরে'-র মতো নাটক। এছাড়াও এই পত্রিকায় টারজানের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিও প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিতভাবে।

লক্ষণীয় ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিশু-কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী শিশু-কিশোর সাহিত্যের মূল তফাৎ হল — স্বাধীনতা পরবর্তীকালের শিশু-কিশোর সাহিত্যিকরা শিশুকে নেহাতই শিশু হিসেবেই দেখছেন না। তাঁরা বর্তমান প্রজন্মকে আলাপ করিয়ে দিতে চাইছেন বর্হিবিশ্বের সঙ্গে। তাই তাঁরা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা কিংবা নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত তুলে আনছে পত্রিকার পাতায়। স্বাধীনতার আগে দেশের কিশোর ও যুবকদের মধ্যে এইরকমই এক সাহসিকতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সূত্রধরেই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের এই পরিবর্তন বলে আমাদের ধারণা।

অ্যাডভেঞ্চার, অলৌকিক, গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প ছাড়াও এই সময়ে শিশু-কিশোরদের কাছে কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'শুকতারা'র পাতাতেও এই ধরনের গল্পের নিদর্শন যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। পূর্বে অদ্রীশ বর্ধনের প্রফেসর নাটবল্টু চক্রের কাহিনি ('বেলুন পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনী, আশ্বিন ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত (বোয়িং-২০৫০, শ্রাবণ ১৪২২), সৈকত মুখোপধ্যায় (মডেল চাঁদের খুদে ডাক্তার, শ্রাবণ ১৪২৩), অনীশ দেব (বিপদে পড়ে আপনাকে বলছি, আশ্বিন ১৪২১) ও অভিজ্ঞান রায়চৌধুরীর লেখা কল্পবিজ্ঞানের গল্প এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

তবে এই কথাও মনে রাখতে হবে 'শুকতারা'য় ছোটদের জন্য যেমন অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প বেশি প্রকাশ পেত তার পাশাপাশি রূপকথার গল্পের চল কমে গেলেও বর্তমানেও কিন্তু এই ধরনের গল্প প্রকাশিত হয়। যেমন সম্প্রতি জার্মানি উপকথা 'The enchanted Princess' অবলম্বনে সাগর দেবনাথের লেখা 'বেত্রবতীর পথে' (বৈশাখ, ১৪২৩) গল্পে দেখি রাজকুমার হেইন্স ঘোড়ায় চড়ে, অনেক বাধা পেরিয়ে উদ্ধার করেছে রাজকুমারী বিম্ববতীকে। আবার আজারবাইনের লোককথা অনুসারে বিশ্বজিৎ অধিকারীর লেখা 'পাষাণ বালক' (বৈশাখ, ১৪২৩) গল্পে এসেছে ঐতিহাসিক চরিত্র তৈমুর লঙ। এই গল্পে দেখি "মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য একটা বাচ্ছা ছেলের মার খেতে খেতে পাথর হয়ে যাবার কাহিনি"[৭]। এছাড়াও, জাপানি উপকথা অবলম্বনে মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথের লেখা 'দয়ালদাদু ও হিংসুটে বুড়ো' (বৈশাখ, ১৪২৩) গল্পে দেখানো হয়েছে মিথ্যাচার এবং হিংসার দ্বারা কখনই মহৎ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আবার পাকিস্তানি উপকথা অবলম্বনে সৈয়দ রেজাউল করিমের লেখা 'আলি সাহেবের উদারতা' (চৈত্র, ১৪২৩) গল্পটিতে স্বীকার করা হয়েছে রূপকথা রাজ্যের পরীদের অস্তিত্ব। অর্থাৎ, পুরাতন ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির দৃষ্টান্ত তৈরি করার পথে অগ্রসর হয়েছে 'শুকতারা' পত্রিকা। আর তাই এখানে রূপকথা, নীতিকথা, পশুপাখি, জীবজন্তু ও কৌতুকের পাশাপাশি সমান তালে তাল মিলিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে বিদেশি সাহিত্যের বঙ্গীকরণ, অনুবাদ, অলৌকিক, ভৌতিক, কল্পবিজ্ঞান, গোয়েন্দা এবং অ্যাডভেঞ্চার গল্প ও উপন্যাস।

বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের জগতে 'শুকতারা' পত্রিকার কথা বলতে গিয়ে এই পত্রিকায় প্রকাশিত কমিক্সের কথা আলাদাভাবে না বললে একটা বড় দিক বাকি থেকে যায়। কমিক্স বলতে আমরা যা বুঝি সেটি হল ছবিতে গল্প। নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্ট কমিক্স সিরিজ 'হাঁদা-ভোঁদা' ও 'বাঁটুল-দি-গ্রেট', জুরান নাথের 'বিচ্ছুর জাদুশক্তি' বাংলার শিশু-কিশোরদের কাছে আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। নারায়ণ দেবনাথ ছাড়াও ময়ূখ চৌধুরী, তুষার চ্যাটার্জী এই পত্রিকায় নিয়মিত কমিক্স সৃষ্টি করেছেন। 'শুকতারা'র প্রচ্ছদে তুষার চ্যাটার্জীর 'মৃত্যু মাদল বাজে', 'আরজুয়ার ডাকিনি মন্ত্র' ও নারায়ণ দেবনাথের গোয়েন্দা কৌশিক কমিক্স ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের তথা বাংলা কমিক্স সিরিজের জগতে 'শুকতারা' পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

এবার আসা যাক এই পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলির প্রসঙ্গে। বহুকাল 'শুকতারা'য় 'সম্পাদকীয়'-এর বদলে লেখা হত 'দাদুমণির চিঠি'। সেখানে সম্পাদকের গুরু-গম্ভীর বক্তব্য নয়, বরং ছোটদের সঙ্গে আলাপচারিতার একটি মাধ্যম ছিল এই 'দাদুমণির চিঠি'। এছাড়াও, 'চিঠিপত্র' বিভাগে পাঠকরা তাদের ভালোলাগা, খারাপলাগা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই মন খুলে জানাতে পারত। আর 'মজার পাতা' বিভাগে মজার খেলা, ধাঁধা, শব্দ ছক ইত্যাদি এখনো ছাপা হয়। 'তোমাদের পাতা' বিভাগে প্রকাশিত হয় ছোটদের আঁকা ও ছড়া। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবার জন্য ছিল 'মনের জানালা' বিভাগ। তবে বর্তমানে 'তোমাদের পাতা' ও 'মজার পাতা' বিভাগটি থাকলেও 'দাদুমণির চিঠি'র বদলে এখন 'সম্পাদকীয়' লেখা হয়। আর 'চিঠিপত্র' ও 'মনের জানালা' বিভাগটি কিছুকাল আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এগুলি ছাড়াও 'শুকতারা' পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এখনো নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেটি হল পুরস্কৃত বিভাগের জন্য গল্প। প্রতি সংখ্যাতেই স্মৃতি-সাহিত্য গল্প প্রতিযোগিতার জন্য একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেই বিষয়ের ওপর লিখিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'শুকতারা'র পাতায়। এই

ধরনের নতুন নতুন বিষয় ভাবনা পাঠকের সঙ্গে পত্রিকার একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাছাড়াও এই বৈশিষ্ট্যগুলিই এই পত্রিকাটিকে আরও মৌলিক করে তোলে।

শুরু থেকেই 'শুকতারা'-র লেখকগোষ্ঠী ছিল খুব সমৃদ্ধ। প্রথম দিকে এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা (সব্যসাচী), সুনির্ম্মল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ময়ূখ চৌধুরী, নারায়ণ দেবনাথ, কালিদাস রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অনিল ভৌমিক, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, মানবেন্দ্র পাল প্রমুখ। বর্তমানে এই পত্রিকায় লিখে চলেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, শেখর বসু, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, অনীশ দেব, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, শিশির বিশ্বাস প্রমুখ সাহিত্যিক।

এই পর্যন্ত আমরা 'শুকতারা' পত্রিকা ও তার পূর্ববর্তী সময়ের পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করলাম। এইবার আমরা 'শুকতারা'র সম-সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তুলনামূলক প্রসঙ্গ টেনে আলোচনা শেষ করব। মনে রাখতে হবে 'সন্দেশ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৮-এ 'শুকতারা'র সময়কালে বেশ কয়েকটি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হলেও 'মৌচাক' ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলির যাত্রাপথ কিন্তু সুদূরপ্রসারী হয়নি; 'ছোটদের মহল' (১৩৫৪), 'কিশোর' (১৩৫৪), 'ইস্পাত' (১৩৫৫), 'আমাদের লেখা', 'সাধনা', 'সৌরভ', 'নতুন মানুষ' ইত্যাদি পত্রিকাগুলি হল তারই উদাহরণ। তবে 'শুকতারা' যখন তেরো বর্ষে পা দিয়েছে তখন সত্যজিৎ রায়, নলিনী দাশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় আবার নতুন করে প্রকাশিত হল 'সন্দেশ' পত্রিকা (১৯৬১)। এই 'সন্দেশে'র পাতাতেই 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে প্রফেসর শঙ্কুর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এছাড়াও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার। এই সময়কাল থেকে সত্যজিৎ রায়ের অলংকরণে ও বৈচিত্র্যের সমাহারে 'সন্দেশ' পত্রিকা ছোটদের কাছে খুব যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা বলবার অপেক্ষা রাখে তাই স্বীকার করতেই হয় 'শুকতারা'র প্রথম তেরো বছর ছোটদের কাছে জনপ্রিয় পত্রিকা বলতে ছিল 'মৌচাক' ও 'শুকতারা', কিন্তু এরপর থেকে প্রতিযোগিতাটা আরও বেড়ে উঠল। তারপর আবার দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হল ছোটদের জন্য মাসিক পত্রিকা 'কিশোর ভারতী'। আবার 'শুকতারা'র ২৫ বছরের একদম শেষ লগ্নে প্রকাশিত হল 'আনন্দমেলা' পত্রিকা। এই পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে থাকে ফেলুদা, শঙ্কু কিংবা কাকাবাবুর মত কাহিনি। অর্থাৎ যত দিন যেতে লাগল ছোটদের পত্র-পত্রিকার জগতে প্রতিযোগিতা ততই বাড়তে লাগল। এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় পুষ্ট হতে থাকল বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্প চয়ন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুতেই ফুটে উঠতে থাকল নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। তবে এখন আর 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়না। বর্তমানে ছোটদের যে কটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা আছে তার মধ্যে 'শুকতারা', 'আনন্দমেলা' ও 'কিশোর ভারতী' হল অন্যতম। এদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়ে আসা একমাত্র ছোটদের জন্য পত্রিকা হল 'শুকতারা'।

সবশেষে মনে রাখতে হবে 'শুকতারা'তেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দা, শিবরাম চক্রবর্তীর হর্ষবর্ধন-গোবর্দ্ধন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা বরদাচরণ, অদ্রীশ বর্ধনের প্রফেসর নাটবল্টু চক্র, মানবেন্দ্র পালের ভৌতিক উপন্যাস ও গল্প, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জয়ন্ত-মানিক ও বিমল-কুমারের কাহিনি ছাড়াও ভৌতিক গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের সুদীপ্ত-হেরম্যানের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, নারায়ণ দেবনাথের হাঁদা-ভোঁদা ও বাঁটুল দি গ্রেট নিয়মিতভাবে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের মণিমাণিক্য এইভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 'শুকতারা' পত্রিকার পাতায়। তাই দীর্ঘায়ু এই পত্রিকাটি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র :

১। বসু, স্বপন (প্রাক্-কথন). (২০১১). সত্যপ্রদীপ, (পৃ. ৩৯). পারুল প্রকাশনী. কলকাতা।

২। সেন, প্রমদাচরণ (সম্পাদক). (১৮৮৩). প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, প্রস্তাবনা অংশ. 'সখা' পত্রিকা, (পৃ. ২). কলকাতা।

৩। মুখোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন. (জুন ২০১৯). বাঁশুলির দেউলে. দেব সাহিত্য কুটীর প্রা.লি. (সম্পাদিত), সেরা শুকতারা (১৩৫৪-১৩৭৯), (পুনর্মুদ্রণ., পৃ. ১২২), কলকাতা।

৪। মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ. (মাঘ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ). দরিদ্র-নারায়ণ. 'শুকতারা' পত্রিকা, (পৃ. ৭৬৯)।

৫। মজুমদার, মধুসূদন (সম্পাদক). (ফাল্গুন ১৩৫৪). আমাদের কথা. 'শুকতারা' পত্রিকা, পৃ.[১]।

৬। শ্রীবৈজ্ঞানিক. (ফাল্গুন ১৩৫৪). পুব আকাশের দুয়ার খোলে কে?. 'শুকতারা' পত্রিকা, (পৃ. ৯)।

৭। দেবনাথ, সাগর. (বৈশাখ ১৪২৩). পাষাণ বালক. 'শুকতারা' পত্রিকা, (পৃ. ৩৭)।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। মিত্র, খগেন্দ্রনাথ. (২৬ নভেম্বর ১৯৯৯). শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০). পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, আশা. (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ). বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০). ডি. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩। দেব সাহিত্য কুটীর প্রা.লি. সম্পাদিত. (পুনর্মুদ্রণ., জুন ২০১৯). সেরা শুকতারা (১৩৫৪-১৩৭৯). কলকাতা।

৪। গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ. (সেপ্টেম্বর ২০১৮). শিশুসাহিত্যের সোনালী অধ্যায়. সাহিত্যলোক, কলকাতা।

৫। সেন, নবেন্দু. (সেপ্টেম্বর ২০১৮). প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশুসাহিত্য. সাহিত্যলোক, কলকাতা।

৬। বসু, স্বপন (প্রাক্-কথন). (২০১১). সত্যপ্রদীপ. পারুল প্রকাশনী, কলকাতা।

৭। মণ্ডল, জয়গোপাল (সম্পাদিত). (২১ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭). 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকা, ধানবাদ।

৮। মিত্র, অশোককুমার (সম্পাদিত). (২০১২). ঝালা পালা ছোটদের বার্ষিকি পত্রিকা ১৪১৯, পুনশ্চ প্রকাশনী, কলকাতা।